দুই বান্ধবী

মূল্য : ১০০/-
(একশত)
টাকা

সত্য পথের অনুসন্ধানে ছুটে চলা সত্যান্বেষী
ভাই ও বোনদের জন্য বইটি ফ্রি।

সংকলক: ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

ভাষা সম্পাদনা: সুজিত সুচন্দন (আবদুল্লাহ আল-আমিন), মুরসালিন নিলয়।

গ্রন্থসূত্র:

১ . হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি, মুফতি যুবায়ের আহমদ

২ . ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য, ডঃ জাকির নায়েক

৩. বেদ (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ), পুরান, শ্রীমদ্ভাগবদগীতা , কল্কি পুরাণ, মহাভারত, ছান্দোগ্যোপনিষদ, উইকিপিডিয়া

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০২৪ ইং

গ্রন্থস্বত্ব: সংকলক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা: রাহাত মাহমুদ (বর্ণভূষণ)

উলামায়ে কেরামের পরামর্শে এই বইয়ের ছবিগুলো চোখ, নাক ও মুখ মুছে দেওয়া হয়েছে। ছবিগুলো শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের দাওয়াত শেখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

অনলাইন পরিবেশক

Jazabor.com | Taqwaah Shop | Wafilife.com | Rokomari.com

ISBN Number:

978-984-36-0162-9

সম্বোধন

সাদৃশ্য

বোন, আমাদের মধ্যে কেমন যেন একটা ভুল বোঝাবুঝি আছে। মুসলিমরা হিন্দু দেখলে দূরে দূরে থাকে হিন্দুরাও মুসলিম দেখলে দূরে দূরে থাকে। তোমার কপালে লেখা নেই হিন্দু, আমার কপালেও 'মুসলিম' লেখা নেই। তোমার শরীর কেটে গেলে লাল রক্ত বের হবে; আমার শরীর কেটে গেলেও একই রক্ত বের হবে। তোমার আমার মধ্যে যেমন পার্থক্য নাই, তোমার আমার মালিকের মধ্যেও ঠিক কোনোই পার্থক্য নাই। তোমার আমার মালিক একজন-ই।

তাই নাকি? কিন্তু আমি তো জানি আমাদের মালিক ভিন্ন ভিন্ন। তোমাদের মালিক আল্লাহ; আমাদের ভগবান।

না, বোন। আমাদের মালিক একজনই। আমাদের সবাইকে এক প্রভু-ই সৃষ্টি করেছেন। যদি তাই না হতো, তবে তোমার আমার ভিতরে অনেক পার্থক্য থাকতো। যেমন, তোমার দুটি চোখ, আমারও দুটি চোখ। তোমার একটি নাক, আমারও একটি। তাই হিন্দু, খ্রিষ্টান, মুসলিম- যেই হোক দুনিয়ায় সবার মালিক একজন।

আমাদের মালিক যে একজন তার প্রমাণ কী?

পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা ইখলাসে আছে-
'কুল হু-আল্লাহু আহাদ'- বলো, মালিক একজন।
'আল্লাহুস সমাদ'- মালিক কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।
'লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ'- তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে তিনি জন্ম নেননি।
'ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ'- আর তাঁর কোনো সমকক্ষ কিছুই নেই।
এই এক সূরায় একজন মালিক কেমন হবে তার সব তুলে ধরা হয়েছে। মালিকের কোনো বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী বা সন্তান থাকতে পারে না।
তুমি কি তোমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম জানো?

আমি যতদূর জেনেছি- আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ।

ঠিকই জেনেছো, বেদ।
কিন্তু, তুমি কি কখনো বেদ দেখেছো বা পড়েছো? তোমাদের বাসায় কি বেদ আছে?

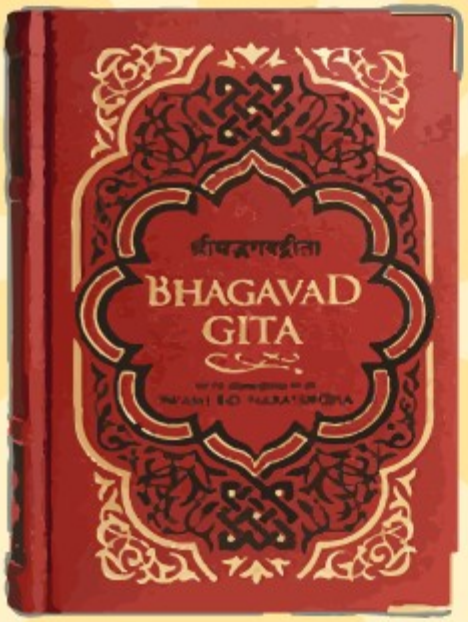

গীতা মূলত মহাকাব্য 'মহাভারত'-এর অংশ। এটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরুর আগে কৃষ্ণ ও পাণ্ডব রাজকুমার অর্জুনের কথোপকথন।
বেদের ৪টি অংশ।
১. ঋগ্বেদ, ২. সামবেদ, ৩. যজুর্বেদ, ৪. অথর্ববেদ

না, আমার বাসাতে বেদ নেই; কিন্তু, গীতা আছে। বাবা বলেছেন- কলিযুগে গীতা-ই মুক্তির সহজ ও প্রধান উপায়।

তোমাদের ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদের "৩২ নং অধ্যায়ে আছে-"
১. না তাস্তে প্রতিমা আস্থি, অর্থাৎ ঈশ্বরের কোনো প্রতিমূর্তি নেই।
ভগবৎ গীতার ৭ম অধ্যায়ে আছে-
যারা নিজের বিবেক বুদ্ধি হারিয়েছে তারাই মূর্তি পূজা করে।
বেদের 'ব্রহ্ম সূত্র' তে আছে-
একং ব্রহ্মা দ্বিতীয়ং নাস্তি, নেহ না নাস্তি কিঞ্চন
অর্থাৎ ঈশ্বর বা মালিক বা সৃষ্টিকর্তা একজন। দ্বিতীয় জন নেই, নেই নেই সামান্যও নেই।
আরো আছে- (ঋগ্বেদ ২:৪৫:১৬)
তিনি একজন; তাঁর-ই উপাসনা করো।

এছাড়াও এক মালিকের ব্যাপারে জোর দিয়ে অথর্ব বেদ এর মন্ত্র ১৩:৪:২ এ বলা হয়েছে-

‘য এতং দেবমেকবৃতং বেদ।
ন দ্বিতীয় ন তৃতীয়শ্চতুর্থো নাপ্যুচ্যতে।
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে।
নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে।’

অর্থ: মালিক বা সৃষ্টিকর্তা একজন; তিনি ছাড়া কেহই দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দশম ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হয় না। যিনি তাঁহাকে শুধু এক বলিয়া জানেন তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। এক ঈশ্বর চিন্তন জ্ঞানীর, বহু ঈশ্বরের ধারণা মূর্খের।

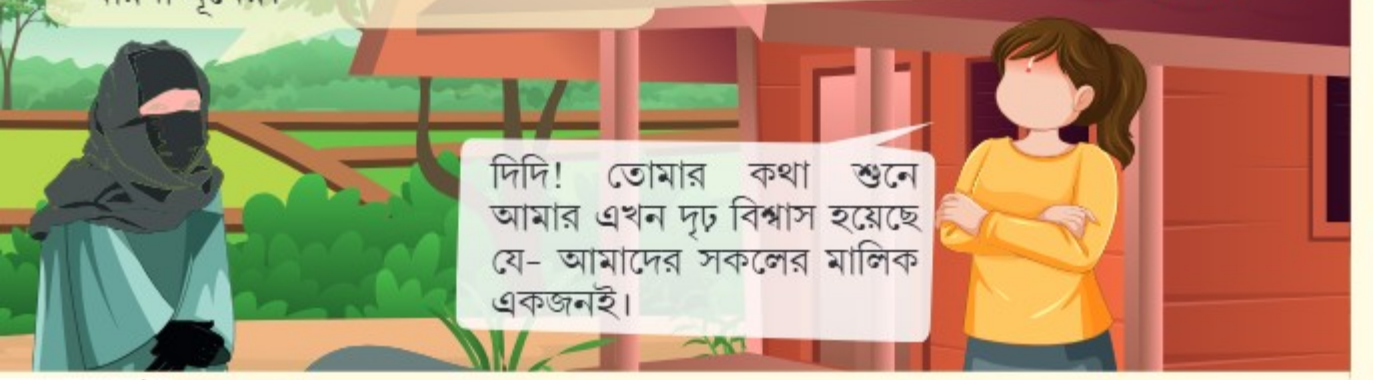

তোমার ধর্মের নাম কী?
কেন? হিন্দু!
বোন দেখো, হিন্দু কোনো ধর্মের নাম নয়। প্রাচীন সিন্ধু নদীর তীরে যে সকল আর্যরা বসবাস করতেন, তাদের হিন্দু বলা হতো। এই আর্যরা ‘স কে হ’ উচ্চারণ করতো। তাই তাদের হিন্দু বলতো। তবে, হিন্দু ধর্মকে অনেকে ‘সনাতন ধর্ম’ বলে থাকেন।

আচ্ছা! বোন, তুমি কি মূর্তি পূজা পছন্দ করো?
দিদি! আমার বাপ-দাদারা সবাই করে; তাই, আমিও করি। কিন্তু বেদ- এ এই ব্যাপারে কী বলা আছে তা কেউ আমাকে কখনো শোনায়নি। তাছাড়া, ধর্ম আমাদেরকে বেদ পড়তে অনুমোদন দেয় না। আমাদের হিন্দু ধর্মে বেদ শুধু ব্রাহ্মণগণ পড়তে পারে।

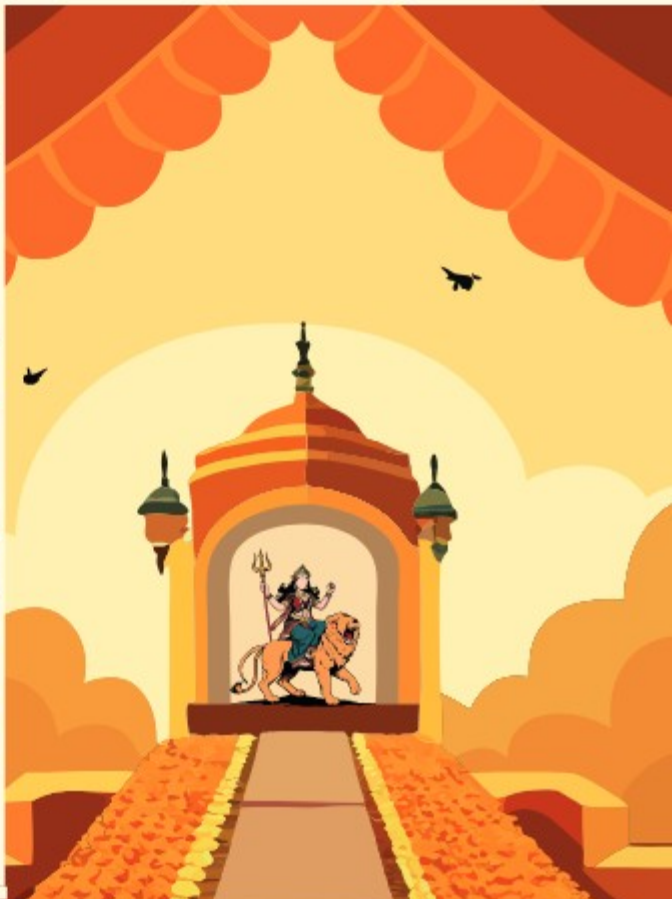

কুরআন ও তোমাদের ধর্মগ্রন্থ- দুটোতেই মূর্তি পূজা থেকে বিরত থাকার বিধান রয়েছে। কুরআনে আছে- লা তুশরিক বিল্লাহ- আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন (শির্ক) করো না। ইন্নাশ শিরকা লাযুলমুন আযীমুন- নিশ্চয়ই শির্ক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম।

তোমাদের ধর্মগ্রন্থ যজুর্বেদ- অধ্যায়: ৪০-এর ৯ নং শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে:

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসংভূতিমুপাসতে।
ততো ভুয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাঃরতাঃ

অর্থ: তারা অন্ধকার নরকে প্রবেশ করে যারা প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা করে (যেমন আগুন, পানি, বাতাস ইত্যাদি)। তারা আরো অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা মানুষের তৈরি বস্তুর পূজা করে (যেমন: চেয়ার, টেবিল, মূর্তি ইত্যাদি)।

অন্যদিকে, গীতার ১০ম অধ্যায়ের ৩ নং শ্লোকে আছে-
তারা হচ্ছে বস্তুবাদী লোক, যারা উপদেবতার উপাসনা করে; তাই তারা প্রকৃত স্রষ্টার উপাসনা করে না।

একটি বিষয় খটকা লাগছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব কি পূজার যোগ্য নন? উনারা কি দেবতা নন?
ঠিক আছে, তোমাকে এবার দেবতাদের নিয়ে কিছু ধারণা দিচ্ছি:

তোমাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী, ভগবান নিরাকার এবং সাকার উভয়ই হতে পারেন। ভগবানের প্রধান দেবতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মা অর্থ সৃষ্টিকর্তা। অর্থাৎ, তোমাদের ধর্ম অনুযায়ী ব্রহ্মা সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।

অপর দুই জন দেবতা হলো বিষ্ণু ও শিব। বিষ্ণু পালনকর্তা ও শিব ধ্বংসকর্তা। তবে তুমি কি জানো, ব্রহ্মার স্ত্রীর নাম সরস্বতী? সরস্বতী দেবী দুর্গার মেয়ে। তোমাদের পালনকর্তার নাম বিষ্ণু। বিষ্ণুর স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী। লক্ষ্মীও আবার দুর্গার আরেক মেয়ে। আচ্ছা! এবার বলো তো, সৃষ্টিকর্তার কি মা-বাবা থাকতে পারে? সৃষ্টিকর্তার কি বিয়ের প্রয়োজন পড়ে?
আসলে আমি এসব নিয়ে কখনো কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা করি নাই।

দেবতাদের পরিচয়

শিব-পার্বতী (স্বামী-স্ত্রী)
(শিব ধ্বংসের দেবতা)

শ্রী দুর্গা

শ্রী কালী

পার্বতীর অপর নাম দুর্গা, দুর্গার ভয়ংকর সংহাররূপী হলো শ্রী কালী। দুর্গা সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। কালী অশুভ শক্তি দূর করে।

শ্রী দুর্গার পরিবার

মেয়ে

সরস্বতী
(বিদ্যার দেবী)

লক্ষ্মী
(ধন-সম্পদের দেবী)

ছেলে

কার্তিক
(যুদ্ধের দেবতা)

গনেশ
(সফলতার দেবতা)

স্বামী: ব্রহ্মা
(সৃষ্টির দেবতা)

স্বামী: বিষ্ণু
(লালন পালনের দেবতা)

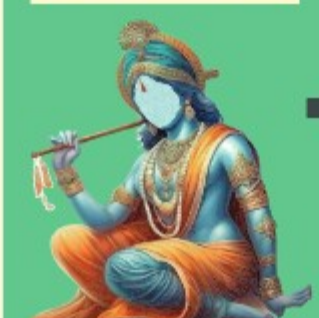

বিষ্ণুর ৭ম অবতার
রাম

বিষ্ণুর ৮ম অবতার
শ্রী কৃষ্ণ

শারদীয় দুর্গা পূজা-ই সবচেয়ে বড় পূজা। এ পূজায় দুর্গার সাথে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ও অসুর সহ নব পত্রিকার (নয় প্রকার; পাতা- কলা, কচু, ধান, হলুদ, ডালিম, বেল, অশোক, জয়ন্তী, মানকচুর) পূজা হয়ে থাকে।

তোমাদের ধ্বংসের দেবতার নাম শিব। শিবের স্ত্রী পার্বতী বা দুর্গা।

সবার শক্তির নারী রূপ ধারণ করেছে দুর্গা। দুর্গা হলো শক্তির দেবী। দুর্গার দশ হাত। পুরাণ রচয়িতারা প্রথমে দুর্গার ৪ হাত, তারপর ৮ হাত, তারপর ১৬ হাত এবং সবশেষে ১৮ হাত পর্যন্ত দিয়েছিল। কিন্তু এই ১৬/১৮ হাত অবাস্তব বিবেচনা করে, শেষ পর্যন্ত বাস্তবের ১০ দিককে ঠেকানোর জন্য তারা ১০ হাত চূড়ান্ত করে এবং এখন পর্যন্ত সেটাই জনপ্রিয় এবং সেটাই চলছে। দুর্গার ভয়ংকর সংহার রূপই কালী।

দুর্গার ছেলে কার্তিক ও গনেশ। মেয়ের নাম লক্ষ্মী ও সরস্বতী। লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী। সরস্বতী জ্ঞানের দেবী। লক্ষ্মীর স্বামীর নাম বিষ্ণু। তিনি পালনকর্তা। সরস্বতীকে বিবাহ করেছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা আবার সৃষ্টির দেবতা।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব (ওঁম্ / ওঁ) যদি একই সত্ত্বা হয় তাহলে ৩ জনের সন্তান তো সবারই সন্তান। অন্যদিকে একজনের স্ত্রী সবার স্ত্রী হবার কথা। কিন্তু, কখনো স্ত্রী হচ্ছে সন্তান, সন্তান হচ্ছে স্ত্রী। কারণ, ভগবান শিবের মেয়েদের তো ভগবানের সাথে বিয়ে হয়েছে। আবার বলা হয় তারা একই সত্ত্বা; এগুলো কীভাবে? সবচেয়ে বাস্তব সত্য হচ্ছে রক্ত-মাংসের মানুষ কখনো সৃষ্টিকর্তা বা দেবতা হতে পারে না।

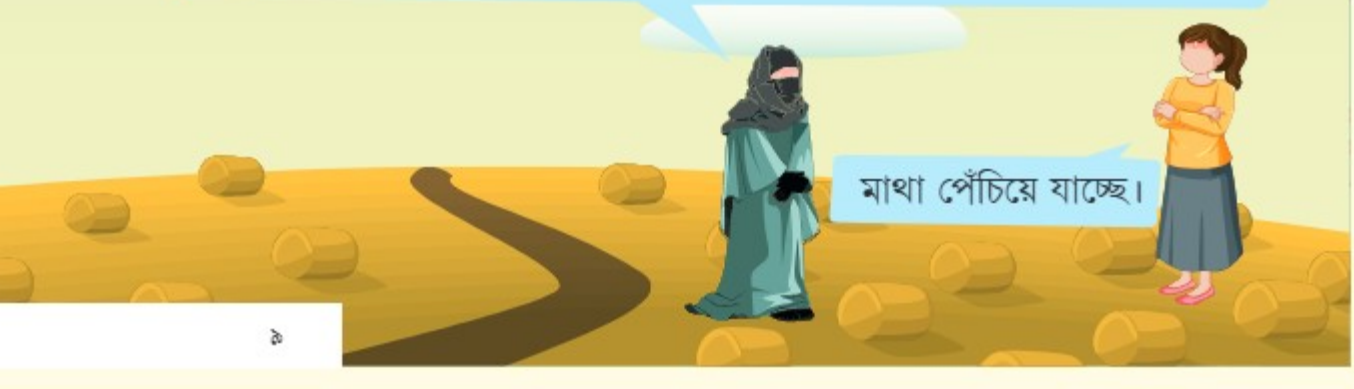

শ্রী কৃষ্ণ

বিষ্ণুর ৭ম অবতার রাম রূপে পৃথিবীতে এসেছে।
বিষ্ণুর ৮ম অবতার শ্রীকৃষ্ণের রূপে এসেছে।
তুমি কি জানো, শ্রী কৃষ্ণের মামীর নাম রাধা?
শ্রী কৃষ্ণ আবার তার মামীকে বিয়ে করেন।
যদিও হিন্দু ধর্ম মতে মামীকে মামী-মা বলা হয়; যাকে বিয়ে করা যায় না।

তোমাদের শাস্ত্র মতে শ্রী কৃষ্ণের মোট বিয়ে হয়েছিল ১৬,১০৮ জনের সাথে। যার মধ্যে প্রধান স্ত্রী ৮ জন। তার ১ লক্ষ ৮০ হাজার সন্তান ছিল। তিনি ১২৫ বছর বেঁচে ছিলেন। তার পা-কে হরিণ মনে করে জরা নামক একজন শিকারি তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেন। গোটা বিশ্বের হিন্দু বা সনাতনীরা যাকে সকলের প্রভু মনে করে সবচেয়ে বেশি পূজা করে, তিনি মারা গেছেন সামান্য শিকারির তীরের আঘাতে!

গণেশ ও কালীর ঘটনা

যতই শুনছি, অবাক হচ্ছি। দিদি, একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে? গণেশের শরীর মানুষের মতো হলেও মাথা হাতির মতো কেন?

(পুরাণ অনুসারে) শিব একদিন ঘরে প্রবেশ করে ঘরে একজন অচেনা পুরুষকে দেখে হঠাৎ খুব রাগান্বিত হয়ে যান এবং সাথে সাথে তলোয়ার দিয়ে তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করে ফেলেন। ভগবান হয়েও শিব জানতেন না সেই অচেনা পুরুষ গণেশ তারই ছেলে। সন্তান হারিয়ে শিবের স্ত্রী পার্বতী কান্নায় ভেঙে পড়েন। পার্বতীর শোকার্ত অবস্থা দেখে হতবাক শিব তখনই ছুটে যান জঙ্গলে। শোনা যায়, সেই সময় জঙ্গলে যে জন্তুকে প্রথমে দেখা যাবে, সেই জন্তুর মাথা কেটে গণেশের মাথায় বসানো হবে বলে স্থির হয়। আর সেই মতো জঙ্গলে প্রথমে হাতিকে দেখতে পেয়ে শিব তারই মাথা কেটে নিয়ে আসেন এবং বসিয়ে দেন গণেশের মাথায়। তারপর থেকেই হাতির মাথা পান গণেশ।

অন্যদিকে, গনেশের চলাচলের জন্য বাহন ছিল ইঁদুর। ইঁদুরের পিঠে চড়ে গনেশ বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতেন। দুর্গার বাহন সিংহ। কার্তিকের বাহন ময়ূর।

আচ্ছা তোমার কী মনে হয়, মানুষের শরীরের সাথে কি কখনো হাতির মাথা যুক্ত করা যায়? ইঁদুর, সিংহ, ময়ূর কিভাবে কারো বাহন হতে পারে?

বিষয়গুলো সত্যিই আমাকে ভাবাচ্ছে। আরেকটি প্রশ্ন, মা কালী জিহ্বা বের করে রাখেন কেন আর দেবতা শিবকে কেন মা কালীর পায়ের নিচে রাখা হয়?

উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুসারে অসুররা স্বর্গে দেবতাদের উপর আক্রমণ করে স্বর্গ দখলের চেষ্টা করে। অসুর নিধন করতে অবতীর্ণ হন দেবী দুর্গা। এই যুদ্ধ শুরু করেন দূর্গা শঙ্খ বাজিয়ে। যুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন ত্রিশূল। অসুরদের মাথা কাটার জন্য ব্যবহার করেন খড়্গ। এই যুদ্ধে সাপ তাকে সাহায্য করে। যার কারণে দুর্গার হাতে এগুলো দেখা যায়।

সব অসুর নিহত হলেও বেঁচে থাকেন তাদের নেতা রক্তবীজ। রক্তবীজের এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লেই তা থেকে নতুন রক্তবীজ জন্ম নিত। এই অবস্থায় দুর্গার ভীষণ ক্রোধে তার দুই ভ্রূর মাঝখান থেকে জন্ম নেন কালী।

রক্তবীজের একফোঁটা রক্তও যাতে ভূমিতে না পড়ে এজন্য রক্তবীজের দেহ অস্ত্রে বিদ্ধ করে উপরে তুলে নেন এবং তাঁর সব রক্ত পান করেন কালী। সব রক্ত শেষ হয়ে যাওয়ায় রক্তবীজ মারা যায়।

এরপর বিজয়নৃত্য শুরু করেন কালী। নিহত অসুরদের হাত দিয়ে মালা বানিয়ে তিনি কোমরে এবং মাথা দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় পরিধান করেন। শিবের একাধিক মৌখিক অনুরোধ শুনতে পাননি কালী। কারণ, তখন তিনি পাগলের মতো নেচে চলেছেন। আর কোনো উপায় না দেখে নৃত্যরত কালীর পায়ের তলায় শুয়ে পড়েন তারই স্বামী শিব। এরপরেই হুশ ফেরে কালীর। থেমে যায় নাচ। পায়ের নিচে স্বামীকে দেখে লজ্জায় জিভ কাটেন। সেই থেকেই ভগবান শিবকে দেবী মা কালীর পায়ের নিচে রাখা হয়।

বিষয়গুলো কেমন রূপকথার মতো লাগছে।

আচ্ছা তুমি কি জানো নবী মুহাম্মাদ (সা.) তোমারও নবী, আমারও নবী?

'কল্কি পুরান' নামে তোমাদের একটি কিতাব আছে, সেখানে ৪টি যুগের কথা উল্লেখ আছে।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং সর্বশেষে কলি যুগ। সত্য যুগের অবতার মৎস্য, নৃসিংহ (মানব-সিংহ)। ত্রেতা যুগের অবতার রাম। দ্বাপর যুগের অবতার কৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ। প্রত্যেক যুগেই তোমাদের ধর্ম মতে কোনো না কোনো অবতার এসেছেন। বলো তো, এখন কোন যুগ চলে?

তাই নাকি!

কলি যুগ
এই যুগের অবতারের নাম কী?

কলিযুগের অবতার কল্কি-এতটুকু জানি। এখনও তিনি পৃথিবীতে আসেননি।

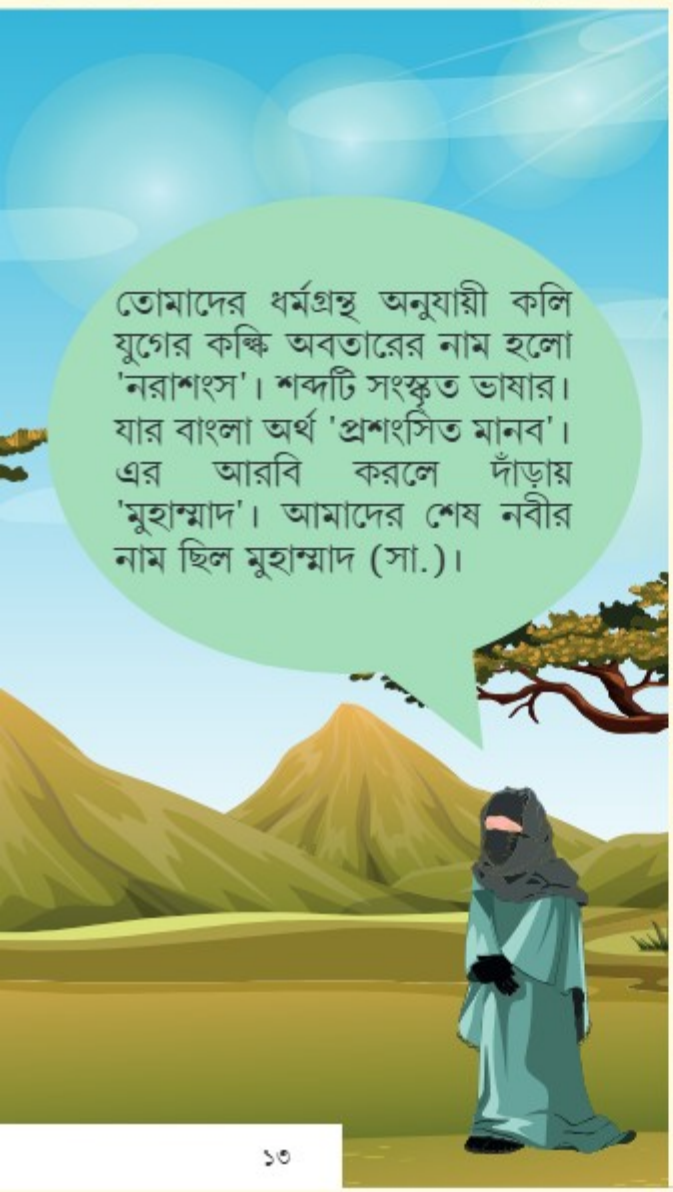
তোমাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী কলি যুগের কল্কি অবতারের নাম হলো 'নরাশংস'। শব্দটি সংস্কৃত ভাষার। যার বাংলা অর্থ 'প্রশংসিত মানব'। এর আরবি করলে দাঁড়ায় 'মুহাম্মাদ'। আমাদের শেষ নবীর নাম ছিল মুহাম্মাদ (সা.)।

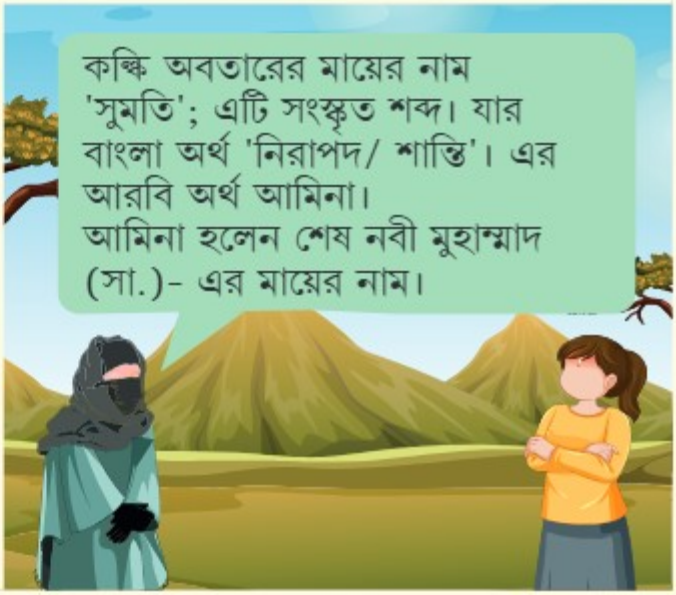
কল্কি অবতারের মায়ের নাম 'সুমতি'; এটি সংস্কৃত শব্দ। যার বাংলা অর্থ 'নিরাপদ/ শান্তি'। এর আরবি অর্থ আমিনা।
আমিনা হলেন শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.)- এর মায়ের নাম।

কল্কি অবতারের পিতার নাম 'বিষ্ণু যশা'। 'বিষ্ণু' অর্থ 'মালিক' এবং 'যশা' অর্থ 'দাস'। তাহলে, 'বিষ্ণু যশা'- এর বাংলা অর্থ দাঁড়ায় 'মালিকের দাস' এবং আরবি অর্থ হয় 'আব্দুল্লাহ'। আর আব্দুল্লাহ ছিলেন শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পিতা।

কল্কি অবতারের জন্মস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি 'শম্ভল' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করবেন। 'শম্ভল' সংস্কৃত শব্দ; যার বাংলা অর্থ 'শান্তির স্থান' আরবিতে হয় 'মক্কা'। শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর জন্ম মাধব মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশ তারিখ। যাকে আরবি ক্যালেন্ডারে রূপান্তর করলে হয় 'রবিউল আউয়াল' এর দ্বাদশ তারিখ অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল। যার সাথে নবী মুহাম্মাদ (সা.)- এর সাথে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। এছাড়া, আরো বলা হয়েছে কুরুক্ষেত্রে দেবদূত তাকে সাহায্য করবেন। বদরের যুদ্ধে ফেরেশতারা সহায়তা করেছিলেন। কল্কি অবতারে আরও বলা আছে-তিনি অশ্বারোহী হবেন; পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য হবেন; খতনা করানো অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করবেন, দস্যু দমন কাজ সমাপ্ত হলে গ্রামে-গঞ্জে বসবাসকারীরা দলে দলে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হবে।

কল্কি পুরানে আরও বলা আছে - তিনি হবেন সর্বশেষ ঋষি। মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন সর্বশেষ নবী। তিনি ঘোড়ায় চড়ে তরবারি দ্বারা দুষ্টের দমন করবেন। যদি প্রশ্ন করা হয়, এখন কি আর তলোয়ারের যুগ আছে? উত্তর হবে- না।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, কল্কি অবতার-ই হল আমার তোমার সবার নবী মুহাম্মাদ (সা.), যিনি প্রায় ১৪৫০ বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন ও আমাদের পথ দেখানোর জন্য কুরআন- হাদীস রেখে গেছেন।

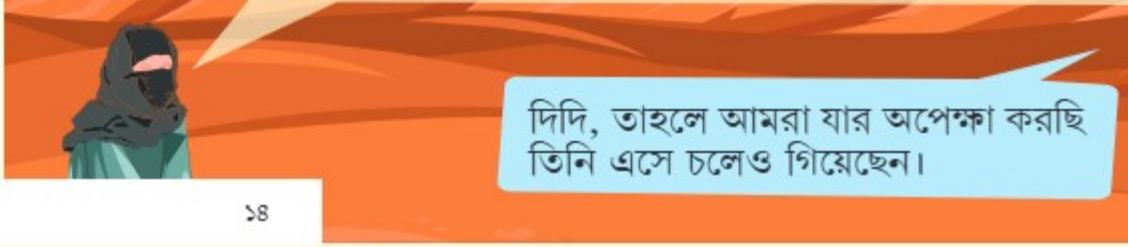

তোমার সবচেয়ে পছন্দের ব্যক্তির নাম কী?
আমার মা- বাবা।

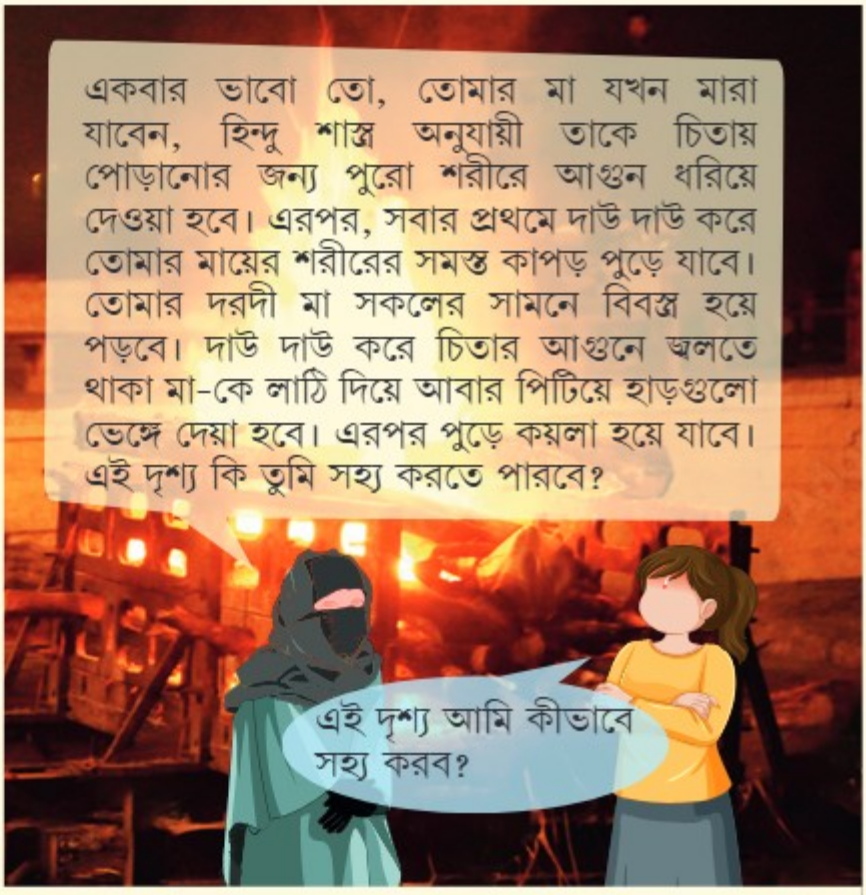
একবার ভাবো তো, তোমার মা যখন মারা যাবেন, হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী তাকে চিতায় পোড়ানোর জন্য পুরো শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর, সবার প্রথমে দাউ দাউ করে তোমার মায়ের শরীরের সমস্ত কাপড় পুড়ে যাবে। তোমার দরদী মা সকলের সামনে বিবস্ত্র হয়ে পড়বে। দাউ দাউ করে চিতার আগুনে জ্বলতে থাকা মা-কে লাঠি দিয়ে আবার পিটিয়ে হাড়গুলো ভেঙ্গে দেয়া হবে। এরপর পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। এই দৃশ্য কি তুমি সহ্য করতে পারবে?
এই দৃশ্য আমি কীভাবে সহ্য করব?

আমাদের ধর্মে কেউ মারা গেলে তাকে যত্ন করে গোসল করানো হয়, সুগন্ধি মাখানো হয়। পরিচিত-অপরিচিত, ধনী-গরিবের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয় না। সাদা কাপড় পড়িয়ে তার বিদেহী আত্মার শেষ বিদায় জানানো হয় জানাজার নামাজের মাধ্যমে। কতো যত্ন করে কবর দেওয়া হয়! অথচ একজন মানুষকে পোড়ালে তার শরীর থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয় যেগুলো পরিবেশের জন্য অনেক ক্ষতিকর। অন্যদিকে, মাটিতে কাউকে কবর দিলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না।
সত্যিই! সভ্য যুগে এসে মানুষকে চিতার আগুনে পোড়ানো অবৈজ্ঞানিক-ই মনে হয়।

তোমার কি সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে জানা আছে? এটি হিন্দু ধর্মের এমন একটি প্রথা যেখানে স্বামী মারা গেলে তার চিতায় জীবন্ত স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে স্বামীর সাথে হত্যা করা হতো। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, স্ত্রীকে আগুনে দেওয়ার পর সে জীবন বাঁচাতে দৌড়ে পুকুরে ঝাপ দিয়েছে। পুকুর থেকে তুলে এনে তাকে আবার মন্দিরের ঠাকুররা মিলে জোর করে হাত পা বেধে আগুনে ছেড়ে দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। রাজা রামমোহন রায় প্রায় ১৬ বছর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। ঈশ্বরের ধর্ম কীভাবে এত নৃশংস হতে পারে? সত্য ধর্মের বিধি-বিধানের সংস্কারই বা কীভাবে হয়?

বর্ণ প্রথা

হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথা এমনভাবেই সাজানো হয়েছে। হিন্দু ধর্মে ৪টি জাতি: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। যেখানে সমস্ত অধিকার শুধু ব্রাহ্মণরাই পাবে। শাস্ত্র অনুযায়ী, স্রষ্টার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ আর পা থেকে শূদ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। শূদ্র যে অপরাধই করুক না কেন, তার সাজা সবসময়ই চরম। কোনো ব্রাহ্মণকে চোর বলে গালি দিলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অপরাধের জন্য এক পক্ষের সাজা মৃত্যুদণ্ড, সেই একই অপরাধ করলে অপর পক্ষের জরিমানা হবে মাত্র বারো পণ। যদি কোনো শূদ্র পাপবাচক শব্দ উচ্চারণ করে কর্কশভাবে কোনো দ্বিজকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) গালি দেয়, তবে তার জিহ্বা কেটে ফেলতে হবে। যদি সে নাম বা জাতি উল্লেখ করে দ্বিজকে গালি দেয়, তবে তার মুখের মধ্যে দশ আঙ্গুল লম্বা জ্বলন্ত লৌহশলাকা ঢুকিয়ে দিতে হবে।

কোনো শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ দেয় তবে তার মুখে ও কানে উত্তপ্ত তেল ঢেলে দিতে হবে। একটু সাহস করে যদি সে ব্রাহ্মণের সঙ্গে একই আসনে বসতে চায় তবে উত্তপ্ত লোহা দিয়ে কোমর পুড়িয়ে দিয়ে তাকে নির্বাসন দেওয়া হবে। যদি সে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে বা তাকে শরীরিকভাবে কষ্ট দেয় তাহলে নাক-কান কেটে হত্যা করতে হবে। তবে ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে এসব প্রযোজ্য নয়। এই চারটি বর্ণের প্রত্যেকটি অপরটি থেকে আলাদা। এক বর্ণের মানুষ অপর বর্ণের কাউকে বিয়ে করতে পারে না। হিন্দু বা সনাতন ধর্মে এই ধরণের অনেক বৈষম্য রয়েছে।

হিন্দু ধর্মের পুনর্জন্মের ধারণা অনুযায়ী একজন হিন্দুর জন্ম নির্ভর করে আগের জন্মের পাপ অথবা পূণ্যের উপরে।[শ্রীমদ্ভগবদগীতা ২:২২, উপনিষদ ৪:৪:৩] এ জন্মের পাপের উপর ভিত্তি করে পরের জন্মে সে তেলাপোকা, ইঁদুর, সাপ, বিড়াল অথবা কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। কেউ ভালো কাজ করলেই শুধুমাত্র মানুষ হয়ে জন্ম নিবে।

যেহেতু পৃথিবীতে পাপী মানুষের সংখ্যা-ই বেশি, সেহেতু মানুষের সংখ্যা দিনদিন কমা উচিত ছিলো। কিন্তু মানুষের সংখ্যা তো বেড়েই চলছে। সুতরাং, পুনর্জন্মতত্ত্ববাদ একটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

কিন্তু ইসলাম ধর্মে সবাই সমান। একজন শিশু নিষ্পাপ হয়ে জন্ম নেয়। নিজের কর্ম অনুযায়ী তার কর্মের প্রতিফল নির্ধারিত হয়।

তুমি দেখবে, মসজিদে নামাজের সময় রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে রাস্তার ফকিরও একই কাতারে পাশাপাশি থাকে। সব মানুষ সমান। কারো মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। মসজিদের ইমাম হওয়া উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোনো বিষয় নয়। সমাজের চোখে গরিব মানুষও কুরআনের যোগ্যতা অর্জন করলে ইমাম হতে পারে, আবার ইমামের ছেলে সেই যোগ্যতা অর্জন না করতে পারলে ইমামতি করতে দেওয়া হবে না। মসজিদে নববীর প্রথম মুয়াজ্জিন বেলাল (রা.) একজন কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাসের ছেলে এবং নিজেও দাস ছিলেন। অথচ ইসলাম তাকে কত সম্মান দিয়েছে!

এদিকে, ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ মন্দিরের পুরোহিত হতে পারে না। একটা ধর্মের ধর্মগ্রন্থ সবার পড়ার অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যদের সবার বেদ পড়া নিষেধ।
বিষয়টা সত্যিই দুঃখজনক। ভগবান কী বলেছেন তা যদি পড়তেই না পারলাম তবে মানবো কীভাবে?

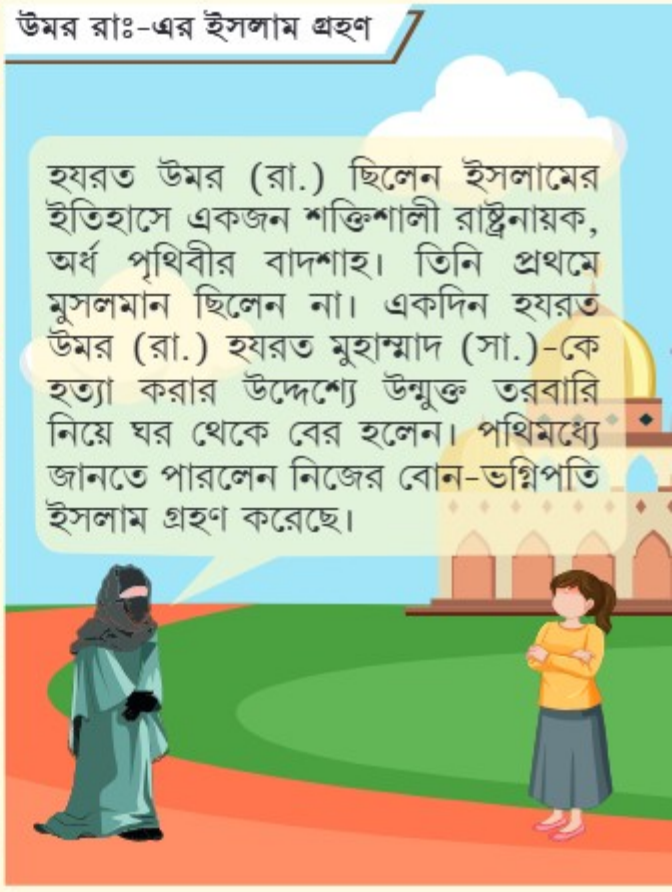
উমর রাঃ-এর ইসলাম গ্রহণ
হযরত উমর (রা.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে একজন শক্তিশালী রাষ্ট্রনায়ক, অর্ধ পৃথিবীর বাদশাহ। তিনি প্রথমে মুসলমান ছিলেন না। একদিন হযরত উমর (রা.) হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। পথিমধ্যে জানতে পারলেন নিজের বোন-ভগ্নিপতি ইসলাম গ্রহণ করেছে।

একথা শুনে উমর সোজা বোনের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর বোন-ভগ্নিপতি উভয়েই তখন কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। উমরকে আসতে দেখেই তাঁরা চুপ করে কুরআনের অংশটি লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু তারা যে কিছু পড়ছেন, উমর টের পেয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী পড়ছিলে? তোমরা নাকি বাপ-দাদার ধর্মকে ত্যাগ করেছো?' একথা বলেই তিনি ভগ্নিপতিকে প্রহার করতে লাগলেন। স্বামীর সাহায্যের জন্যে বোন এগিয়ে এলে তাঁকেও তিনি মারতে লাগলেন। এমনকি উভয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'আমরা সজ্ঞানে ইসলাম কবুল করেছি, সুতরাং তোমার কোনো কঠোরতাই আমাদেরকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।' তাদের এই অটল সংকল্প দেখে উমর (রা.) কিছুটা প্রভাবিত হলেন। তিনি বললেন, 'আচ্ছা তোমরা কি পড়ছিলে আমাকে শোনাও দেখি।'

বোন ফাতিমা কুরআনের অংশটি এনে সামনে রাখলেন। সেটি ছিলো সূরা ত্বহা। তিনি পড়তে শুরু করলেন এবং ১৪তম আয়াত পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন:

১) ত্ব-হা-। (২) তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। (৩) বরং এমন ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়ার জন্য যে (আল্লাহকে) ভয় করে। (৪) এটা তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ; যিনি সমুচ্চ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। (৫) পরম দয়াময় আরশে সমাসীন। (৬) যা আছে আকাশমন্ডলীতে, পৃথিবীতে, এই দুয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই। (৭) তুমি যদি উচ্চস্বরে কথা বলো, তাহলে তিনি তো গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন। (৮) আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।

(৯) মূসার বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌঁছেছে কি? (১০) সে যখন আগুন দেখলো, তখন তার পরিবারবর্গকে বলল, 'তোমরা এখানে অবস্থান করো। আমি আগুন দেখেছি; সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা হতে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব অথবা ওর নিকট কোন পথ প্রদর্শক পাব। (১১) অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসলো, তখন আহবান করে বলা হলো, 'হে মূসা! (১২) নিশ্চয়ই আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তুমি তোমার জুতা খুলে ফেলো, কারণ তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় রয়েছ। (১৩) আমি তোমাকে মনোনীত করেছি; অতএব যে ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করো। (১৪) নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; অতএব আমারই উপাসনা করো এবং আমাকে স্মরণের জন্য নামাজ কায়েম করো।

এ পর্যন্ত আসতেই তিনি এতোটা প্রভাবিত হলেন যে, ওখানেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আপু আমি এই সূরাটি তোমাদের রবের ভাষায় শুনতে চাই।

ঠিকাছে বোন তাহলে কষ্ট করে কিউআর কোডটি স্ক্যান করো।

আল্লাহ আমাদের সংক্ষিপ্ত একটি জীবন দিয়ে পরীক্ষার জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আমি এই মুহূর্তে যেখানে বসে আছি, যদি বলা হয় এখন থেকে ১০০ বছর আগে আমরা কেউ ছিলাম কি না, উত্তর আসবে 'না'। আবার যদি বলা হয়, এখন থেকে ১০০ বছর পরে এখানে আমরা কেউ থাকবো কি না? এর উত্তরও একই। আমাদের ভাবা দরকার- আমরা কোথায় ছিলাম, এখন কোথায় আছি, আবার কোথায় যাবো।

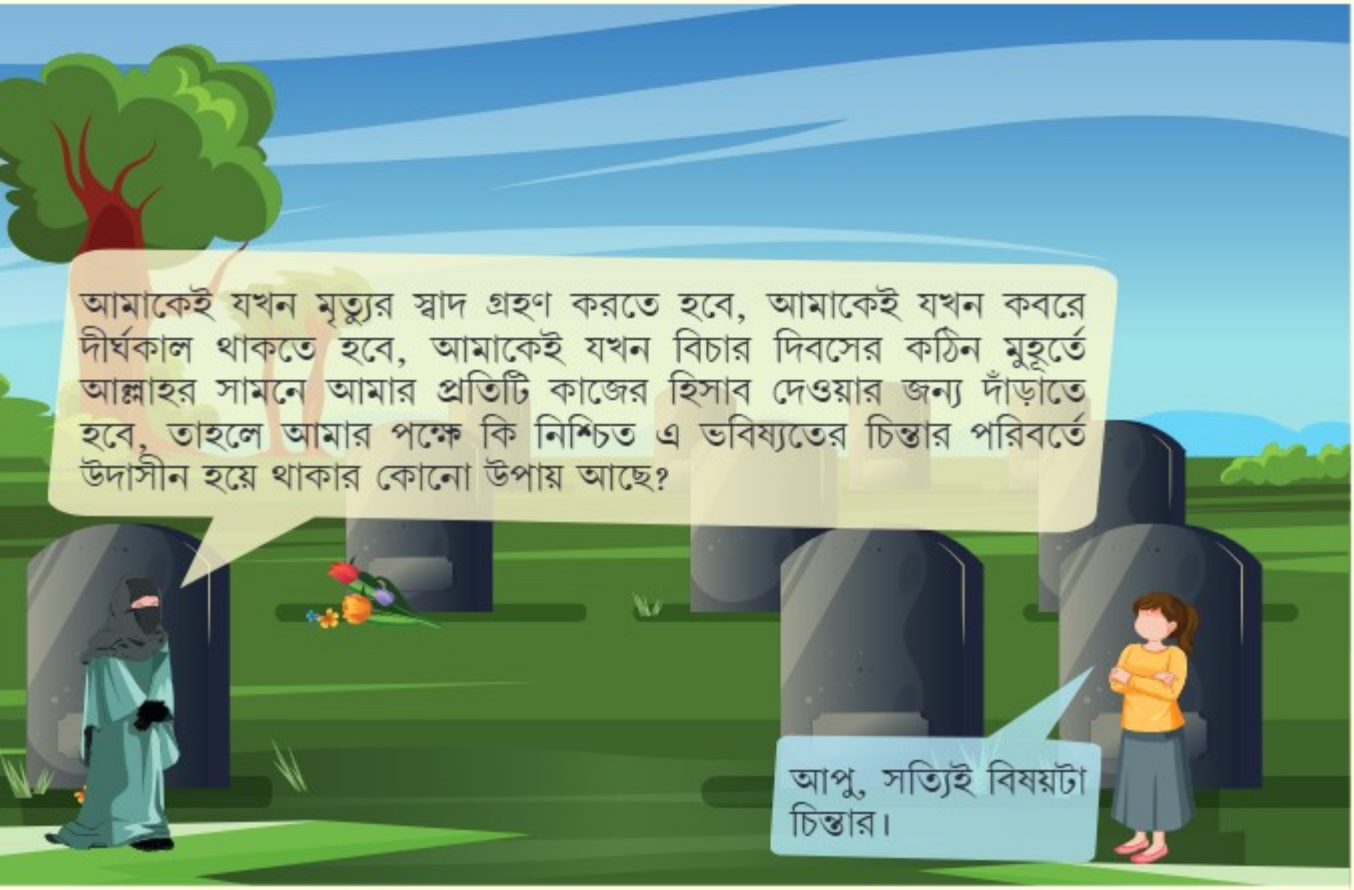
আমাকেই যখন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, আমাকেই যখন কবরে দীর্ঘকাল থাকতে হবে, আমাকেই যখন বিচার দিবসের কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর সামনে আমার প্রতিটি কাজের হিসাব দেওয়ার জন্য দাঁড়াতে হবে, তাহলে আমার পক্ষে কি নিশ্চিত এ ভবিষ্যতের চিন্তার পরিবর্তে উদাসীন হয়ে থাকার কোনো উপায় আছে?
আপু, সত্যিই বিষয়টা চিন্তার।

এজন্যই ভেবে দেখা দরকার- যেই মালিক আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের মা-বাবার চাইতে বেশি ভালোবাসেন, এতো দয়া করে মায়া করে বানালেন, এতো নিয়ামতের মধ্যে রেখেছেন, আমি কি প্রকৃত সেই মালিকের দেখানো পথে চলছি? সামান্য একটি সদাই কিনতে গেলেও কতোবার যাচাই-বাছাই করে দেখি। আর যেই আল্লাহ আমাকে এতো সুন্দর জীবন দিলেন, যেই আল্লাহর কাছে আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে, সেই আল্লাহকে কি আমার ভালো করে চেনা উচিত নয়? আর তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম একটাই- ইসলাম। পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ আদম ও হাওয়া দুজনেই মুসলমান ছিলেন। ঠিক একইভাবে খ্রিষ্টানরা যাকে খোদা মানে ঈসা (আ.) মুসলমান ছিলেন এবং আল্লাহর নবী ছিলেন।

মূসা (আ.) ও আল্লাহর নবী ছিলেন। যুগে যুগে আল্লাহ নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ সত্য চিনতে পারে। শুধু নবীদেরকেই পাঠাননি তাদের সাথে পাঠিয়েছিলেন ঐশী কিতাব।

শুধু কুরআন ব্যতীত আগের সকল ধর্মগ্রন্থ মানুষ নিজের মন মতো পরিবর্তন করে ফেলেছে। পৃথিবীতে একটি মাত্র অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ কুরআন, যার কোনো পরিমার্জন বা পরিবর্তন হয়নি।

সমগ্র বিশ্বে পবিত্র কুরআনের কোটি কোটি হাফেজ রয়েছেন। এরপরেও কথার কথা ধরে নিলাম- যদি পৃথিবীর সমস্ত আল-কুরআন নষ্ট করে দেওয়া হয় তবুও এই হাফেজ সাহেবরা আবার নতুন করে হুবহু আগের মতো কুরআন লিখে দিতে পারবেন।

শত শত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে সমর্থন করেন। কুরআনের মাধ্যমে জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। প্রায় ৬ হাজারের অধিক আয়াত রয়েছে কুরআনে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত একটা লাইনও ভুল বের করতে পারেনি।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- ‘আমি আমার বান্দা মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোনো সূরা নিয়ে আসো এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষীকে (এ কাজে সহযোগী উপাস্যদের) ডাকো। অতএব, যদি তোমরা তা করতে না পারো আর কখনোই তা করতে পারবে না, তাহলে তোমরা সে আগুন থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।” (বাকারা: ২৩)

‘ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম মানুষের তৈরি। কস্মিনকালেও তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (একমাত্র মনোনীত) ধর্ম হলো ইসলাম।’ (আল ইমরান: ১৯)

‘যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কখনোই তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।’ (আলে ইমরান: ৮৫)

তুমি কি জানো মুহাম্মাদ (সা.) শুধু মুসলমানের জন্য প্রেরিত রাসূল নন; তিনি সকল ধর্মের জন্য প্রেরিত নবী ও রাসূল?
না, এটা তো শুনিনি।

আমি কি তাহলে এতদিন ভুলের মাঝে ছিলাম?
মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মুহাম্মাদ! ঘোষণা করে দাও, “ওহে মানবজাতি, আমি তোমাদের সবার প্রতি মহান আল্লাহর রাসুল।”’ (আরাফ: ১৫৮)

বোন, সত্য গ্রহণে আর দেরি করো না। যে ব্যক্তি কালিমা স্বীকার করবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তুমি যদি মুসলমান হয়ে যাও, তবে আমার পার্থিব কোনো লাভ নেই। আমি চাই আমার খুব প্রিয় বন্ধু হয়ে তুমি কোটি কোটি বছর অনন্তকাল নরকের আগুনে না জ্বলো। আমি কি আমার বন্ধুর সাথে একসাথে স্বর্গে থাকতে পারবো না? আমি চাই তুমি আমার সাথে কালিমা পড়ে নাও। ইসলাম গ্রহণ করে নাও। তুমি দুনিয়া ও পরকাল উভয় জীবনে সফলতা অর্জন করবে।
ঠিক আছে, আমাকে কালিমা পড়িয়ে দাও।

তুমি কি বিশ্বাস করো- আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মালিক বা উপাসনার যোগ্য কেউ নাই?
হ্যাঁ।

তুমি কি বিশ্বাস করো মুহাম্মাদ (সা.) সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরিত আল্লাহর দূত?
জি, অবশ্যই।

তাহলে আমার সাথে পড়ো- 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহদাহু লা- শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়ারাসুলূহ।'
অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তার কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।
জি, অবশ্যই। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহদাহু লা- শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়ারাসুলূহ।

ফাতিমা: আলহামদুলিল্লাহ আজ থেকে তুমি মুসলিম। তোমার মুসলিম নাম আয়িশা। তোমারও একই কাজ এই সত্যকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
আয়িশা: বোন তুমি আমার জন্য দোয়া করো যেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার মতো আমার বাবা-মা সহ পরিবারের সবাইকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করে দেন।

১. ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য, ড. জাকির নায়েক
(লাইভ প্রোগ্রামটি দেখার জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করো)

২. কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান, ড. জাকির নায়েক

৩. আল কুরআন
(বাংলা অনুবাদ সহ কুরআন পড়া অথবা তিলাওয়াত শোনার জন্য
কিউআর কোডটি স্ক্যান করো)

৪. এই বইয়ের ট্রেনিং অথবা আরও অন্যান্য তথ্যের জন্য QR
কোডটি স্ক্যান করুন।

এই বইয়ের সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক। কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়।